Vol. 37 | No. 3 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙলা ভাষার ‘অপিনিহিতি'

Volume	37
Issue	3
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মৃণাল নাথ
Published online	June 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i3.3
Pages	53-66
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ৩

Check for updates

বাঙলা ভাষার 'অপিনিহিতি'

মৃণাল নাথ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ODBL গ্রন্থে (১৯২৬) বেশ কিছু বাংলা শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে Epenthesis বা অপিনিহিতি নামক একটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। অপিনিহিতি প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার সে আলোচনা করেছেন তাতে তিনি মূলত 'আগম'ই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, এককালে অপিনিহিতি মাগধী ভাষাসমূহের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল মধ্য-বাংলায় যার উপস্থিতি সুস্পষ্ট।

কিন্তু সুনীতিকুমার অপিনিহিতি প্রসঙ্গে যে-সকল উদাহরণ দিয়েছেন, গৃহীত পরিভাষা তার সঙ্গে খুব একটা মেলে না। তিনি অপিনিহিতির সুনির্দিষ্ট সূত্রায়ণও করেন নি। তিনি ধ্বনি-পরিবর্তনের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নিখুঁত, কিন্তু পরিবর্তনের চরিত্রায়নে নির্ভুল নন।

পবিত্র সরকার তাঁর এক প্রবন্ধে (১৯৮৩-৮৪) দেখান যে সুনীতিকুমারের বর্ণিত অপিনিহিতি আসলে দুটি ভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া। তবে সীমাবদ্ধতার কারণে পবিত্র সরকারের প্রস্তাবেও নতুন তথ্য সংযোজন ও নবতর বিবেচনা প্রয়োজন। সরকারের ধারণাগতভূমি মেনে নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে সেই চেষ্টা করা হয়েছে।

সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকে (১৯২৬) বেশ কিছু বাঙলা শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে epenthesis নামক একটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। সুনীতিকুমার epenthesis [বাঙলা পরিভাষা 'অপিনিহিতি'] বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে কী তা জানার আগে ইংরেজিতে মুক্ত পরিভাষায় কী ধরনের ধ্বনিতাত্ত্বিক তথা 'স্বাভাবিক' (natural) প্রক্রিয়া বোঝায় তা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য জানা প্রয়োজন। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব তথা ধ্বনিতত্ত্বে epenthesis বলতে বোঝায় কোনো শব্দের মধ্যে 'শূন্য থেকে' ('from zero') কোনো ধ্বনিখণ্ডের (segment) আগম- হতে পারে তা স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি [দ্র. ভাট ১৯৭২; ল্যাস ১৯৮৪; স্নোট প্রমুখ ১৯৭৮; হক ১৯৮৬]। Epenthesis নামক প্রক্রিয়ার সচরাচর যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হয়, তাতে স্বরেরই আগম পরিলক্ষিত হয়। প্রথাগত ভাষাতত্ত্বে কোনো শব্দে দুই ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের অনুপ্রবেশকে 'স্বরভক্তি' (না, 'স্বরভুক্তি'?) বলা হয়ে থাকে। প্রথাগত ভাষাতত্ত্বে epenthesis (অপিনিহিতি) এবং স্বরভক্তি (anaptyxis) দুটি আলাদা প্রক্রিয়া। আধুনিক ভাষাতত্ত্বে (এবং ধ্বনিতত্ত্বে) epenthesis এবং anaptyxis পরিভাষাগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন নাম হলেও, দুই-ই অভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্যোতক। একটু তফাত যা তা হল anaptyxis বা স্বরভক্তিতে কেবলমাত্র স্বরধ্বনির আগম বোঝায়, ব্যঞ্জনধ্বনির নয়। Epenthesis-এর পরিধি একটু ব্যাপক। উভয় ক্ষেত্রই আগম হয়ে থাকে শূন্য থেকে। শব্দ মধ্যে যেহেতু স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির আগম হতে পারে—তাই ভাষাবিদেরা ক্ষেত্রবিশেষে স্বর-অপিনিহিতি (vowel epenthesis) এবং ব্যঞ্জন-অপিনিহিতি (consonant epenthesis) পরিভাষার ব্যবহার করে থাকেন [দ্র. কেনস্টোউক্স্ এবং কিস্‌বার্থ ১৯৭৯; হক ১৯৮৬]।

সুনীতিকুমার অপিনিহিতি প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন [দ্র. চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬: ৯৩-৯৪] তাতে তিনি 'আগম'-ই বুঝিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে যা বলছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

> ... শব্দটি গ্রীক ভাষার একটি প্রাচীন শব্দ। গ্রীকে ইহার অর্থ ছিল কেবল মাত্র 'আগম', এবং ... পূর্বাভাসাত্মক আগমকেও জমাইবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হইত: যথা baino, পূর্বরূপ *banio; leipo, পূর্বরূপ *lepio; ... অক্সফোর্ড ডিকশ্যনরির মতে, ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই শব্দ প্রথম ইংরেজি ভাষায় কেবল 'আগম' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখন ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় এই শব্দের প্রধান অর্থ—the transference of a semi-vowel to the syllable preceding that in which it originally occurred—পূর্বস্থিত অক্ষরে অন্তঃস্থ বর্ণের আনয়ন [চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬ : ৯৩]।

সুনীতিকুমার যে সমস্ত উদাহরণ epenthesis বা অপিনিহিতি প্রসঙ্গে দিয়েছেন, তার সঙ্গে গৃহীত পরিভাষা খুব একটা যে মেলে না তা আমাদের পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। তাঁর উদাহরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, এই প্রক্রিয়ার *ইনপুটের* (input) শব্দাবলি বাঙলা ভাষার একটি বুলিতে (variety) লভ্য এবং *আউটপুটের* শব্দাবলি পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) উপভাষায়। সুনীতিকুমার মনে করেন যে এককালে অপিনিহিতি মাগধী ভাষাসমূহের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। প্রাচীন বাঙলা ভাষার যে নিদর্শন চর্যাগীতি পদাবলিতে পাওয়া যায়, তাতে অপিনিহিতির কোনো চিহ্ন নেই। তাঁর মতে মধ্য বাঙলায় (১৪-১৫ শতক) অপিনিহিতির উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* এ চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ অপিনিহিতির নিদর্শন মেলে। মধ্য বাঙলার অপিনিহিতির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল [চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬, ৩৭৯] :

১　আসিহ → আইসিহ;　　পাশি → পাইশি;　　আলু → আউল।

তিনি বলেন যে মধ্যবাঙলার অপিনিহিতিতে ব্যঞ্জনধ্বনির পরস্থিত-ই এবং উ-স্বরধ্বনির উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে আগম হয়ে থাকে[১] [চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ : ৩৭৯]। তিনি মনে করেন কোনো এক সময়ে অপিনিহিতি নিশ্চিতভাবেই বাঙলা ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর এই মন্তব্যের সমর্থনে চলিত ভাষা এবং 'খাস কলকেত্তাই' ভাষা থেকে প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে। খাস কলকেত্তাই বুলির যে নথিভুক্ত প্রমাণ আছে তা থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে তা অপিনিহিতির পরবর্তী স্তরের। কল্পিত ভাষায় অন্যান্য পরিবর্তনের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে অপিনিহিতির উপস্থিতি তেমন বোঝা যায় না বটে কিন্তু দূরেক্ষণের (telescoping) দ্বারা তা সহজেই ধরা পড়ে। নিচের উদাহরণ থেকে তা স্পষ্টতর হবে :

২ক　আজি
　　আইজ　　অপিনিহিতি
　　আজ　　অপিনিহিতি স্বরের লোপ;

২খ　আজি
　　আইজ　　অপিনিহিতি
　　এইজ　　স্বরসঙ্গতি (অপিনিহিতির ফলে)
　　এজ　...　অপিনিহিতি স্বরের লোপ।

৩　রাখিয়া → রাইখ্যা → রেইখ্যা → রেইখা → রেইখে → রেখে।

(২ক) এবং (৩)-এর উদাহরণে চূড়ান্ত আউটপুট চলিত ভাষার, (২খ)-এর আউটপুট 'খাস কলকেত্তাই' ভাষার। (৩)-এ দেখা যাচ্ছে অপিনিহিতি যে হয়েছিল তা স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না কারণ শব্দটিকে অপিনিহিতি-পর বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু (২খ) যে অপিনিহিতিরই জের তা 'এজ' থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, তার জন্য দূরবেক্ষণের (telescoping) প্রয়োজন অনুভূত হয় না। আবার, (২খ) ধরনের পরিবর্তনও চলিত ভাষায় লভ্য :

৪ক খাইতে → খেইতে → খেতে।

অন্য ধরনের পরিবর্তনও পাশাপাশি দেখা যায়। এটা নির্ভর করে শব্দের ধরনের ওপর (morpheme structure conditions)। যেমন :

৪খ রাখিতে → রাইখ্‌তে → রাখ্‌তে;
আসিতে→আইস্‌তে → আস্‌তে।

প্রাসঙ্গিক বোধে ওপরের আলোচনা করতে হল। এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদের আলোচনায় অপিনিহিতির উদাহরণসমূহ সুনীতিকুমার প্রদত্ত উপাত্ত (data) থেকে নেওয়া হয়েছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার অপিনিহিতি বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা জানার জন্য (৫)-এ কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হল :

৫ আজি → আইজ্‌; কালি → কাইল্‌; আলিপনা → আইল্‌প্‌না;
সাধু → সাউধ্‌; চালু → চাউল্‌; ইত্যাদি।

(৫) হল অপিনিহিতির কিছু সীমিত উদাহরণ। সুনীতিকুমার (১৯২৬) এই ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি বেশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলেও, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। তাঁর গৃহীত সংজ্ঞার[২] সঙ্গে মেলে না।

সুনীতিকুমার বাঙলা অপিনিহিতির ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন প্রথমে তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* [চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬]। পরে তিনি একটি বাঙলা প্রবন্ধে epenthesis-এর বাঙলা পরিভাষা নির্মাণ প্রসঙ্গে এ বিষয়টি দ্বিতীয়বারের জন্য খতিয়ে দেখেন [চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬]। তিনি তাঁর *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ গ্রন্থে* [চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫] অপিনিহিতির উল্লেখ তথা ব্যাখ্যা করেছেন। এই তিন ক্ষেত্রের আলোচনায় সুনীতিকুমার অপিনিহিতির কোনো স্পষ্ট সূত্রায়ণের প্রয়াস করেন নি। এ বিষয়ে তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তেও

পৌঁছুতে পারেন নি। উপরি-উক্ত তিন জায়গায় তিনি অপিনিহিতি বিষয়ক যে বিবরণ দিয়েছেন তা যদি এক সঙ্গে গ্রথিত করা যায় তাহলে সুনীতিকুমার-বর্ণিত অপিনিহিতির একটি সামাগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে। নিচে তারই একটি 'পুনর্গঠিত' বিবরণ পেশ করা হল :

৬ক "... ইহা এক প্রকারের বর্ণ-বিপর্যয়-ই-কার বা উ-কার ব্যঞ্জনের পরে নিজ স্থানের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে আইসে; যেমন 'কালি' > 'কাইল্', 'সাধু' > 'সাউধ্'। ..." [চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬ : ৯২]।

৬খ "... কিন্তু ইহা কেবল বর্ণ-বিপর্যয় মাত্র নহে—এক হিসাবে ইহা আগম, বা পূর্বাভাসহেতুক আগমও বটে: যেমন 'সাথুয়া' > 'সাউথুয়া' : এখানে 'থু'-এর 'উ' রহিয়া গেল, ওদিকে 'থ'-এর পূর্বেও 'উ'-কার আসিয়া গেল। ..." [চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬ : ৯২]।

৬গ "অপিনিহিতি ঠিক ই-কার বা উ-কারের আগম নহে— অনেকাক্ষর শব্দে এই স্বরবর্ণ যথাস্থানেই থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব হইতেই যেন ইহার আবাহন ঘটিয়া, উপরন্তু পূর্বের অক্ষরে ই-কার বা উ-কারের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ..." [চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫ : ৮৭]।

তিনি এই দু-ধরনের অপিনিহিতিকে যথাক্রমে 'ই-অপিনিহিতি' এবং 'উ-অপিনিহিতি' বলে আখ্যাত করেন [চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫ : ৮৬-৮৭]। নিচে এদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

ই-অপিনিতিতি ঃ "রাখিয়া = রাখ্-ই-য়া > রাইখ্-ই-য়া > রাইখ্যা > রেখ্যা, রেখ্যে > রেখে; আলিপনা > আইল্পনা > আ'লপনা; আজি, কালি > আইজ্, কাইল্ > আ'জ, কা'ল ?"

উ-অপিনিহিতি ঃ "সাথ্ + উয়া (উলা) > সাথুয়া > সাউথুআ > সাইথুআ > সে থো: জলুয়া > জউলুয়া > জইলুয়া > জ'লো [জোলো]"।

৬ঘ "একাক্ষর শব্দে এই স্বরবর্ণের স্বস্থান হইতে পূর্বে আনয়ন ঘটে"। [চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫ : ৮৭]।

৬ঙ "The semivowel-y-subscript (ya-phala), in a consonant group in tatsama words, behaves like-i-, and undergoes epenthesis" [চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ : ৩৮১]। "য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি এখন পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে বিশেষরূপে বিদ্যমান"। [চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫ : ৮৭]। যেমন :" 'সত্য, কন্যা, কাব্য, যোগ্য, কার্য বা

কার্য্য' প্রাচীন উচ্চারণে [সৎতিয়, কননিয়া, কাব্‌বিয়, যোগ্‌গির, কারইয় বা কারজিয়], পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে শইত্ত, কইন্না, কাইব্ব, জোইগ্‌গ, কাইর্‌জ]।"

৬চ "Sanskrit ks had in Bengali .... the value of khy-initially and -kkhy - in the anterior of a word; and Sanskrit jn similarly had the sounds of gy-and-ggy-, with nasalisation of the contiguous vowels. The-y ঁ of these groups equally undergo epenthesis" (চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ : ৩৮২)। উদাহরণ, লক্ষ = লখ্য [জইক্‌খ]; যজ্ঞ = জগ্যঁ [রইগ্‌স] [চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫:৮৭]।

৬ছ "ব্রাহ্ম' শব্দ কলিকাতার উচ্চারণে [ব্রাম্‌হো] অথবা [ব্রাঁ্‌মো], অর্থাৎ যেমন 'ব্রাহ্ম্য', এই য-ফলা-যুক্ত শব্দ-অনুমানে, পূর্ববঙ্গে অপিনিহিতি-যুক্ত রূপ [ব্রাইম্‌ম] শোনা যায়।" [চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫:৮৭]।

উপরে উল্লিখিত সমস্ত ধ্বনি-পরিবর্তনকে সুনীতিকুমার অপিনিহিতি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মন্তব্য থেকেই প্রতীয়মান হয় যে পরিবর্তনসমূহ এক নয়—পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত প্রক্রিয়া আলাদা আলাদা। তিনি নিখুঁতভাবেই ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু পরিবর্তনের চরিত্রায়ণে ত্রুটি রয়ে গেছে বলে মনে হয়। একই ধ্বনি-পরিবর্তনকে তিনি কখনো বলেন "আগম", আবার "পূর্বাভাসহেতুক আগম"। আবার পরক্ষণেই বলেন, "আগমও নহে", "বর্ণবিপর্যয়"৩। পরিবর্তন যে এক ধরনের নয়, একাধিক ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে—এটা তিনি নিশ্চিতভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। পরিবর্তনের ধরন আলাদা হলেও, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে হয়তো একটা মিল ধরা পড়েছে তাঁর কাছে, তাই এই সমস্ত পরিবর্তনকে তিনি এক 'নিয়ম' তথা পরিভাষার আওতায় আনতে চেয়েছেন। এবং তার ফলেই তাঁর বর্ণনায় এমন স্ব-বিরোধিতা রয়ে গেছে। কারণ "আগম" এবং "পূর্বাভাসহেতুক আগম" এক নয়। "আগম" আবার "বর্ণ বিপর্যয়" (আমরা বলব 'ধ্বনি-বিপর্যয়' বা শুধুমাত্র 'বিপর্যাস') নয়; ধ্বনি-বিপর্যয়ে ধ্বনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করে। "বর্ণ-বিপর্যয়", "পূর্বাভাসহেতুক আগম" এক হতে পারে না। একাক্ষর (monosyllabic) শব্দে (দ্র. ৬ঘ) অপিনিহিতি পরিবর্তন আদৌ সম্ভব নয়। কারণ কোনো শব্দে অপিনিহিতিমূলক পরিবর্তন হতে হলে, দুই বা দুই-এর অধিক সিলেব্‌লিক শব্দ হওয়া প্রয়োজন। এক ধরনের শব্দ অপিনিহিতির ফলে একাক্ষক শব্দে পরিবর্তিত হচ্ছে। এমন একটা মারাত্মক ভুল তাঁর ব্যাকরণ পুস্তকের তিনটি সংস্করণেই রয়েছে [চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৯, ১৯৪২, ১৯৪৫]।

পবিত্র সরকার (১৯৮৩-৮৪) তাঁর এক বিদ্যুদ্‌গর্ভ প্রবন্ধে অপিনিহিতি (এবং সুনীতিকুমার বর্ণিত অন্যান্য কয়েটি প্রক্রিয়া) প্রসঙ্গে আলোকপাত করে এক নবতর সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তিনি দেখালেন যে সুনীতিকুমার বর্ণিত অপিনিহিতি আসলে অপিনিহিতিই নয়, দুই ভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া। তিনি জানান যে অপিনিহিতি প্রবণ শব্দসমূহ সিলেব্‌লের সংগঠন (syllable structure) অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। সুনীতিকুমার তাঁর অপিনিহিতি-বিষয়ক আলোচনায় সিলেবল্‌-সংগঠনের ওপর আলোকপাত করলেও, তেমন শুলুক সন্ধান দিতে পারেন নি। পবিত্রবাবু দেখালেন যে শব্দের সিলেবলের সংগঠন অনুসারে শব্দসমূহকে দুভাগে ভাগ করা যায়:

> দু-সিলেব্‌লের বেশি শব্দে আগের সিলেবলে পরবর্তী 'ই' বা 'উ' পুনরাবৃত্ত বা duplicated হচ্ছে। কিন্তু দু'সিলেবলের শব্দে কেবল বিপর্যাস ঘটছে, মূল [ই] বা [উ] স্বস্থানে থাকছে না" [সরকার ১৯৮৩-৮৪:৫৬]। নিচে আমরা তাঁর দেওয়া তালিকা এবং বিশ্লেষণ হুবহু উদ্ধৃত করছি [সরকার ১৯৮৩-৮৪:৫৬] :
>
> ৭　"দু সিলবলের বেশি শব্দের অপিনিহিতি :
>
> রাখিয়া > *রাইখিয়া > রাইখ্যা; বাজিয়া > * বাইজিয়া > বাইজ্যা; সাথুয়া > * সাউথুয়া; মাছুয়া > * মাউছুআ; সাধুয়া (সাধ+উআ) > * সাউধুআ; মাঝুয়া (মাঝ + উয়া > * মাউঝুআ; জাল + উআ > * জাইলুআ।
>
> ৮　"দু-সিলেবলের (য-ফলা, জত-ও-ক্ষ-বর্জিত) শব্দের অপিনিহিতি
>
> আজি > আইজ; আলি > আইল; কালি > কাইল; কাশি > কাইশ; গাঁটি > গাঁইট; চারি > চাইর; জাতি > জাইত; রাতি > রাইত; শালি > শাইল; সাধু > সাউধ; চালু > চাউল।"

(৮) থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে পবিত্র সরকার ইচ্ছে করেই তাঁর তালিকা থেকে উল্লিখিত যুক্তব্যঞ্জনভুক্ত শব্দসমূহ বর্জন করেছেন। তিনি কোনো কারণ দেখান নি; তবুও বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না যে তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশে (৭) এবং (৮)-এ উল্লেখিত শব্দসমূহই যথেষ্ট। তাই স্বাভাবিক কারণেই তাঁর তালিকায় সুনীতিকুমার-বর্ণিত (তথাকথিত অপিনিহিতি-প্রবণ) কিছু শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয় নি। বাদ দেওয়ার অবশ্য অন্যতর কারণও থাকতে পারে। আমার অনুমান, তিনি তাঁর প্রবন্ধে অপিনিহিতির কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেবার প্রয়াস করেন নি। বরং তাঁর (সরকারের) উদ্দেশ্য ছিল 'অপিনিহিতি' নামক পরিভাষার আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের অযথার্থতা এবং অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করা। কারণ সুনীতিকুমারের উপাত্তের শব্দসমূহ

'অপিনিহিতি'র উদাহরণ নয়—অন্য দুটি প্রক্রিয়ার। এতৎসত্ত্বেও, সরকারের তালিকায় এমন কিছু প্রাসঙ্গিক শব্দ বাদ পড়েছে যার উল্লেখ আমাদের কাছে জরুরি বলে মনে হয়েছে এবং তা তাঁর শব্দসমূহের সিলেব্‌লের সংগঠন অনুযায়ী দ্বিভাজনের প্রতি-দৃষ্টান্ত (counter-example) হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন :

৯ রাখিতে → রাইখতে; আলিপনা → আইল্‌পনা; ইত্যাদি।

(৯)-এর উদাহরণে শব্দ-দুটি যথাক্রমে তিন এবং চার সিলেবলের হলেও, শব্দ-দুটিতে স্বর-পুনরাবৃত্তি হয় নি, হয়েছে বিপর্যাস। পবিত্রবাবুর মত মানলে, এ দুটি শব্দের অন্তর্ভুক্তি হওয়া উচিত ছিল (৭)-এ। সিলেব্‌লের সংগঠন অনুসারে (৭)-এর মতো হলেও ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্রে একেবারে (৮)-এর মতো। অর্থাৎ (৯)-এর তথ্য সিলেবল্‌-সংগঠন ধারণার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পবিত্রবাবুর প্রস্তাবে নতুন তথ্য সংযোজন করার প্রয়োজন আছে। নতুন করে পরীক্ষা তথা বিবেচনা করারও।

আমরা আমাদের প্রস্তাবে পবিত্রবাবুর মূল ফ্রেম তথা ধারণাগতভূমি (conceptual core) মেনে নিয়ে একটু অন্যভাবে অগ্রসর হব। আমরা পরিবর্তন অনুযায়ী সুনীতিকুমার-প্রদত্ত শব্দসমূহকে মূল দুটি বর্গে (type) বিভক্ত করব। শব্দের ধরন অনুযায়ী প্রতিটি বর্গকে আবার বিভিন্ন অংশে ভাগও করব। আমাদের বর্গীকরণ (typology) নিচে দেওয়া হল:

১০ক আজি → আইজ; কালি → কাইল্‌; রাতি → রাইত্‌; চারি → চাইর্‌; সাধু → সাউধ্‌; চালু → চাউল্‌; গাঁটি → গাঁইট্‌; ইত্যাদি।

১০খ রাখিয়া → রাইখ্যা; বাণিয়া → বাইণ্যা; মাছুয়া → মাউছ্যা; জলুয়া → জউল্যা; ইত্যাদি।

১০গ থাকিতে → থাইক্‌তে; রাখিতে → রাইখ্‌তে; করিতে → কইর্‌তে; ইত্যাদি।

১০ঘ আলিপনা → আইল্‌পনা; ইত্যাদি।

১১ক অদ্য → অইদ্য; অন্য → অইন্য; সত্য → সইত্য; কাব্য → কাইব্য; যোগ্য → যোইগ্য; সান্ধ্য → সাইন্ধ্য; পাশ্চাত্য → পাশ্চাইত্য; ইত্যাদি।

১১খ লক্ষ (= লখ্য) → লইখ্য; ততক্ষণ (= ততক্ষণ) > ততইখ্যন; আজ্ঞা (= আগ্যা) → আইগ্যা; অজ্ঞাত (= অগ্যাত) → অইগ্যাত; ইত্যাদি।

১১গ প্রত্যক্ষ (= প্রত্যখ্য) → প্রইত্যইখ্য* → প্রত্যইখ্য; ইত্যাদি।[৪]

১১ঘ ব্রাহ্ম (= ব্রাম্য) → ব্রাইম্য [ব্রাইম্ম]; ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণসমূহে (১০ক — ১০ঘ) দেখা যাচ্ছে দু সিলেব্‌ল্, তিন সিলেব্‌ল্ এবং চার সিলেব্‌লের শব্দে ধ্বনি-বিপর্যয়/বিপর্যাস (metathesis) হচ্ছে। ধ্বনির পুনরাবৃত্তিও হচ্ছে দু, তিন, চার সিলেবলের এক বিশেষ ধরনের শব্দে যেখানে অন্তর্নিহিত (underlying) অথবা বহির্নিহিত (surface) স্তরে (level)-য়্- ধ্বনি রয়েছে (১১ক - ১১ঘ)। অন্তর্নিহিত বলার কারণ উচ্চারণে 'ক্ষ' এবং 'জ্ঞ' একটি -য়্- নিয়ে থাকে (দ্র. ৬চ) যা বহির্নিহিত রূপে লব্ধ নয়। তাই অন্তর্নিহিত রূপ বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে (দ্র. ১১খ - ১১গ)। কোনো শব্দের সংগঠন যদি এমন হয় যে তাতে দুবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে, চূড়ান্ত রূপে কিন্তু তা একবারই পাওয়া যায় (দ্র. ১১গ)। 'হ্ম'-যুক্ত শব্দ য-ফলা যুক্ত শব্দ বলে প্রতিভাত হয় ভাষার কাছে, তাই এরকম শব্দেও 'অপিনিহিতি' (=পুনরাবৃত্তি) হচ্ছে।

সুনীতিকুমার প্রদত্ত উপাত্ত (data) অনুসরণ করে যে সমস্ত শব্দের পুনরাবৃত্তিমূলক বা বিপর্যাসমূলক পরিবর্তন হতে পারে, তা নিচের রূপধৃতির (canonical form) সাহায্যে দেখানো যেতে পারে :

১২

(. . .) স্ব ব্য { ই / উ / য়্ + অ/আ } (...)

১ ২ ৩ ৪ ৫

স্ব = স্বরধ্বনি, ব্য = ব্যঞ্জনধ্বনি

(১২)-র তন্ত্রায়নের (formalism) ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথম বন্ধনীর অর্থ "ঐচ্ছিক" (optional)। ত্রিবিন্দু চিহ্ন মানে উক্ত স্থানে অনির্দিষ্ট কোনো ধ্বনিখণ্ডের অবস্থান। তাহলে অর্থ দাঁড়াল ঐচ্ছিকভাবে কোনো শব্দের আদিতে এক বা একাধিক ধ্বনিখণ্ড থাকতে পারে। কুঞ্চিত বন্ধনী (curly brackets) বা দ্বিতীয় বন্ধনীর অর্থ "যে কোনো একটি" (either-or) তাহলে সমস্তটা মিলিয়ে দাঁড়াল কোনো শব্দের বিপর্যাসমূলক বা পুনরাবৃত্তিমূলক ধ্বনি-পরিবর্তন হতে গেলে তাতে আবশ্যিকভাবে থাকবে পরস্পর সন্নিহিত একটি স্বরধ্বনি, একটি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং তারপরে ই অথবা উ অথবা য়্/য়া-র যে কোনো একটি। ঐচ্ছিকভাবে ১-এর স্থানে এবং ৫-এর স্থানে কোনো ধ্বনিখণ্ড (segment) বা ধ্বনিখণ্ড পরস্পরা থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। যেমন :

১৩

আজি	আ জ্ ই ∅	আইজ্	∅ আই জ ∅ ∅
সাধু	স্ আ ধ্ উ ∅	সাউর্ধ্	স্ আ উ ধ্ ∅ ∅
আলিপনা	∅আ ল্ ই প্ অন্ আ	আইল্পনা	∅ আই ল্ ∅প্অন্আ
অদ্য	∅ অ দ্ য় ∅	অইদ্য	∅ অ ই দ্ য় ∅
আজ্ঞা (=আগ্যা)	আ গ্ য়া ∅	আইগ্যা	∅ আ ই গ্ য়া ∅
লক্ষ (=লখ্য)	ল্ অ খ্ য় ∅	লইখ্য	ল্ অ ই খ্ য় ∅
ব্রাহ্ম (=ব্রাম্য)ব্ র্ আ ম্ য়		ব্রাইম্য	ব্ র্ আ ই ম্ য় ∅
	১ ২ ৩ ৪ ৫		১ ২+৪ ৩ ∅ ৫

দ্বিতীয় বা কুঞ্চিত বন্ধনীর ধ্বনির বিপর্যাস বা পুনরাবৃত্তি হয়, বিপর্যস্ত বা পুনরাবৃত্তি স্বরধ্বনি অব্যবহিত পূর্বের ব্যঞ্জনধ্বনির আগে চলে আসে। 'ই' অথবা 'ই' আদিতে চলে আসে. নিজস্ব জায়গায় কোনো চিহ্ন না রেখে। 'য়/য়া' 'ই' হিসেবে পুনরাবৃত্ত হয়ে এগিয়ে চলে আসে, উপরন্তু নিজস্ব অবস্থানেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখছে। যে সমস্ত শব্দে 'ই' এবং 'উ' আছে সেখানে হচ্ছে বিপর্যাস, এবং যে সমস্ত শব্দে অন্তর্নিহিত বা বহির্নিহিত রূপে 'য়/য়া' আছে. সেখানে হচ্ছে পুনরাবৃত্তি (duplication)। তাহলে দেখা যাচ্ছে দু ধরনের পরিবর্তন নির্ভর করছে শব্দে 'ই'. 'উ' এবং 'য়/য়া'র অবস্থানের ওপর, সিলেব্‌ল সংগঠনের ওপর নয়। আমরা এ দুধরনের পরিবর্তনকে এক শিরোনামে 'স্বরধ্বনি সরণসূত্র' (vowel movement rule) বলে অভিহিত করতে পারি। স্বরধ্বনি সরণসূত্রের দুটি আলাদা ধরন আছে। নিচে দু ধরনের স্বরধ্বনি সরণের সাংগঠনিক বর্ণনা (structural description) এবং সাংগঠনিক রূপান্তর (structural change) বর্ণনা করা হল :

১৪ **বিপর্যাস সূত্র**

	ক	স্ব	ব্য	স্ব	খ
সা ব	১	২	৩	৪	৫
সা রা	১	২+৪	৩	০	৫

শর্ত : (১) ১ এবং ৫ অ-ধ্রুব (variables)

(২) ১ = শূন্য বা কোনো ধ্বনিখণ্ড (পরম্পরা) হতে পারে

(৩) ৫ = শূন্য, য়া. বা ব্য স্ব (ব্যস্ব)

১৫	পুনরাবৃত্তি সূত্র					
	ক	স্ব	ব্য	অ	স্ব	খ
সা ব	১	২	৩	৪	৫	৬
সা রূ	১	২+ই	৩	৪	৫	৬

শর্ত : (১) ১ এবং ৬ অ-ধ্রুব (variables)

(২) ১ = শূন্য হতে পারে বা ধ্বনিখণ্ড পরম্পরা হতে পারে

(৩) ৪ = অর্ধস্বর য়্

(৪) ৫ = অ/আ

(৫) ৬ = শূন্য হতে পারে, এক বা একাধিক ধ্বনিখণ্ড পরম্পরাও হতে পারে।

ওপরের দুই সূত্রের বর্ণনা এবং রূপান্তর (= পরিবর্তন) থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে বিপর্যাস বা পুনরাবৃত্তি শব্দে সিলেব্‌লের সংগঠন দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হচ্ছে না। বরং ওই দুই প্রক্রিয়া নির্ভর করছে শব্দের স্বরধ্বনি বা অর্ধস্বরধ্বনির ওপর-একথা আগেই বলা হয়েছে। অর্ধস্বর পুনরাবৃত্ত পরিবর্তনের পর, এবং -ই- এবং -উ- বিপর্যাসের পরে পূর্বের সিলেব্‌লের দ্বিতীয় উপাদানে (ধ্বনি খণ্ডে) পরিণত হচ্ছে। সুনীতিকুমার এবং পবিত্র সরকার উভয়েরই ধারণা উক্ত ধ্বনি অর্ধস্বর হতে পারে। সুনীতিকুমার বলেন যে 'অপিনিহিতি' স্বরধ্বনি, পূর্বের ধ্বনির সঙ্গে মিলে একটি সন্ধ্যক্ষকে পরিণত হচ্ছে [চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ : ৩৮২]। সন্ধ্যক্ষর বা দ্বিস্বর ধ্বনির (diphthong) দ্বিতীয় উপাদান যে অর্ধস্বর (semivowel) একথা আমরা জানি।

আলোচ্য স্বরধ্বনি সরণ একটি তন্ত্রায়ণের দ্বারা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

১৬　　**স্বরধ্বনি সরণসূত্র**

(...) স্ব~অ~ র‍্য [ই / উ / য়্+ অ/আ] (...) দ্ব (...) স্ব~অ~ [ই / উ / ই] ব্য [০ / ০ / য়্+ অ/আ] (...)

১　২　৩　৪　৫　১　২　৪　৩　৪　৫

ওপরের সূত্রায়ণে 'স্ব-র একটু নিচে নিম্নাক্ষর (subscript) অ মানে 'অভিন্ন' (identical) অর্থাৎ ২-এর অন্তর্গত স্বরধ্বনি *ইনপুটে* এবং *আউটপুটে* অভিন্নরূপে থাকবে। রূপান্তরের ফলে কোনো পরিবর্তন হবে না। তৃতীয় বা চৌকো বন্ধনীর

(square brackets) অর্থ—'সমান্তরাল চয়ন' (parallel choice) আনুভূমিক (horizontal) রূপান্তরও বলা যেতে পারে। নির্বাচন এমন হবে : স্ব অ ই ব্য ∅; স্ব অ উ ব্য ∅; স্ব অ ই ব্য য় ইত্যাদি। কোনো শব্দে ধ্বনি পরম্পরায় যদি স্ব অ ব্য ই থাকে, তবে তা পরিবর্তিত হবে এমন পরম্পরায় ঃ স্ব অ ই ব্য ০ (শূন্য)। আবার, অন্তর্নিহিত বা বহির্নিহিত রূপে যদি স্ব অ ব্য য় / য়া থাকে তবে তা *আউটপুটে* হবে স্ব অ ই ব্য য়/ য়া। অর্থাৎ যদি ইনপুটে য় রা য়া থাকে, তবে তা *আউটপুটে* হবে 'ই' এবং স্বস্থানেও তা বহাল তবিয়তে বজায় থাকবে। ঐচ্ছিকভাবে ১ এবং ৫-এর স্থানে কোনো ধ্বনিখণ্ড (একটি ধ্বনি বা ধ্বনি পরম্পরা থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। যে সমস্ত ধ্বনি-পরম্পরা আবশ্যিক তা হল ২, ৩, ৪ রাশির অন্তর্ভুক্ত ধ্বনিখণ্ডসমূহ (segments)। (১৪) এবং (১৫)-র সূত্রদ্বয় (১৬)-তে একটি সূত্রে পরিণত করা হয়েছে।

স্বরধ্বনি সরণসূত্রের প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। যে সমস্ত শব্দের তালিকা (১০) এবং (১১)-তে দেওয়া হয়েছে তা থেকে অনায়াসেই এমন অনুমান করা যেতে পারে যে এই ধ্বনি-পরিবর্তনের প্রকৃতি কালাতিক্রমী (diachronic), সমকালিক (synchronic) নয়। কারণ কোনো ধ্বনি পরিবর্তন সমকালিক স্তরে হলে তার *ইনপুট* এবং *আউটপুট* ভাষার একটি স্তরে লভ্য হতে হবে। যেহেতু পরিবর্তনের প্রকৃতি এক, (এবং (১০খ) এবং (১০গ)-র রূপসমূহ ইনপুটে সাধু ভাষার এবং একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে (১০)-এর অন্যান্য রূপসমূহ, এবং (১১)-র রূপসমূহও, *ইনপুটে* সাধু ভাষার রূপ) *আউটপুটের* রূপসমূহ উপভাষার, এবং আরো একটি (বা একাধিক) পরিবর্তনের পরে চলিত ভাষার রূপ লভ্য, তাই চলিত ভাষা উপভাষা থেকে পরিবর্তনের দিক থেকে এক (বা একাধিক) ধাপ এগিয়ে এবং চলিত ভাষা সাধু ভাষার পরবর্তী স্তর। পরিবর্তনের কালানুক্রমিকতা তথা স্তরক্রম এভাবে দেখানো যেতে পারে :

১৭	স্তর-১	সাধু	আজি; রাখিতে; আলপনা;
	স্তর-২	উপভাষা	আইজ; রাইখতে; আইল্‌পনা;
	স্তর-৩	চলিত ভাষা	আজ; রাখতে; আল্‌পনা;

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে সাধু এবং চলিত ভাষা একই ভাষার দুটি পৃথক স্তর (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. নাথ ১৯৯৪)। সাধু প্রাচীন কোড, চলিত আধুনিক কোড [দ্র. সিংহ এবং মনিরুজ্জামান [১৯৮৩ : ২২]। বাঙলা ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে, তার ঐতিহাসিক আলোচনায়, এই ধ্বনি-পরিবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম, বিশেষ করে, চলিত ভাষা এবং সাধু ভাষার আপেক্ষিক কালক্রম (relative chronology) নির্ণয়ে।[৪]

টীকা

১. এ সমস্ত ধ্বনি-পরিবর্তনের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, আমাদের আলোচনায় আপাতত তা সুনীতিকুমার-প্রবর্তিত 'অপিনিহিতি' বলে ব্যবহার করা হবে।]

২. '...এখন ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় এই শব্দের প্রধান অর্থ ... পূর্বস্থিত অক্ষরে অন্তঃস্থ বর্ণের আনয়ন'

৩. তাঁর কাছে "বর্ণ" এবং "ধ্বনি" একার্থক। এটুকু বলাই এখানে যথেষ্ট, এর যথার্থতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা হবে না।

৪. কোনো শব্দের পরে তারকা চিহ্নের অর্থ তা অপ্রতয়িত (unattested) বা অব্যাকরণিক।

গ্রন্থপঞ্জি

পবিত্র সরকার ১৯৮৩-৮৪ — "স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি নামকরণ বর্জনের পক্ষে একটি প্রস্তাব।" *ভাষা* ৩ : ১. ৫০-৬০।

মৃণাল নাথ ১৯৯৪ — "বাঙালির ভাষাচিন্তায় চলিত-সাধুর দ্বন্দ্ব" অন্তর্গত : মনসুর মুসা, (সম্) *বাঙালীর বাঙলা ভাষাচিন্তা*। ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি। ৬৯-৮৭।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬ — *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৪৫ — *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

Bhat, D. N. S. 1972 — *Sound Change*. Poona : Bhasha Prakashan.

Chatterji, S. K. — *The Origin and Development of the Bengali Language*. Calcutta : Calcutta University.

Hock, H. H.. 1986 *Principles of Historical Linguistics*. Berlin etc. : Mouton de Gruyter.

Kenstowicz, M. and C. K. Kissebertk 1979 *Generative Phonology*. New York: Academic Press.

Lass, R. 1984. *Phonology*. Cambridge : Cambridge University Press.

Singh, U. N. and . Maniruzzaman 1983 *Diglossia and Language Planning in Bangladesh*. Calcuutta : Gyan Bharati.

Sloat, C., S. H. Taylor and J. E. Hoard. 1978 *Introduction to Phonology*. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall.